R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

শ্রীমুদ্রণীর নবপদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
মহাবীরতলা
জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৪৬৪৭/এসটিডি ০৩৪৮৩
বিড়ি, চানাচুর, পাউরুটি, মশলা প্রভৃতির প্লাস্টিক প্যাকেট ও লেবেল গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে মহকুমার মানুষ জেরবার, মৃত ১, ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে জল, সড়ক যোগাযোগ অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে জঙ্গিপুর মহকুমার উপর দিয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে বিভিন্ন ব্লকের বহু ঘর, বাড়ী, ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এতে একজনের মৃত্যু হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সূত্রে জানা যায় মহকুমার সুতী-২ ব্লকের জগতাই-২, মহেশপুর, ফরিদপুর, মহেশাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৩০০টি ঘর, সুতী-১ ব্লকের গাম্ভীরা, ডাঙ্গাপাড়া এলাকার ১৫০টি ঘর, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দস্তামারা, লালখানদিয়ার, বিশ্বনাথপুরের মন্ডলপাড়া ও ঘোষপাড়ার ১০০ উপর ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বড় বড় গাছ উপড়ে উড়ে গিয়ে দূরে পড়েছে। ওখানে মরফুল সেখ নামে ১৪ বছরের এক বালক মারা যায়। তিনজনকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্বনাথপুরের গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লঞ্চ ও তার সঙ্গে বাঁধা নৌকাটি ঘূর্ণিঝড়ে জলে পাক খেতে থাকে। পড়ে নৌকাটি জল থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে ডুবে যায়। হাতীর শুঁড়ের মত একটা ঝড় (টর্নেডো) গঙ্গা থেকে পাক খেতে খেতে উঠে গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে এই খবর পাওয়া যায়। সাগরদীঘি ব্লকের বন্যেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলশহরী, হাজীপুর এলাকারও প্রায় ৩০টি বাড়ীর ক্ষতি হয় এই ঘূর্ণিঝড়ে। অন্যদিকে ক্রমাগত বর্ষণে বাঁশলই এবং (২য় পৃষ্ঠায়)

একান্ত সাক্ষাৎকারে সি, পি, এম প্রার্থী আবুল হাসনাত খান

এলাকায় কাজ করেছি তাই জিতবো

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সি, পি, এম প্রার্থী গতবারের বিজয়ী সাংসদ আবুল হাসনাত খান। সিপিএমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর উপস্থিতিতে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হলেন হাসনাত খান। অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় হাসনাৎ জানিয়েছেন এবার তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। সেই সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ এবারের সংখ্যায়—

প্রঃ গত নির্বাচনে আপনাদের শ্লোগান ছিল 'তৃতীয় ফ্রন্টের সরকার'। এবার বিজেপি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। প্রয়োজনে কংগ্রেসকে সমর্থন করেও। দেড় বছরের মধ্যে কংগ্রেস আপনাদের প্রতিপক্ষ থেকে প্রায় মিত্রে পরিণত। এর পিছনে আপনাদের ব্যাখ্যা কি ?

উঃ প্রচারে আমরা কংগ্রেসকে সরাসরি সমর্থনের কথা বলছি না। আমরা বলছি কংগ্রেসও সরকার গড়তে পারবে না, বিজেপিও আসতে পারবে না। এই মুহূর্তে তৃতীয় বিকল্পের কোনো স্পষ্ট চেহারা না থাকলেও '৯৬এর নির্বাচনের পরে যেভাবে তৃতীয় শক্তির উত্থান হয়েছিল এবারের নির্বাচনে তারই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বেশী। আমরা এখনই বলছি না সরকারে যাবো কি যাবো না—কাকে সমর্থন করবো। আমাদের কোনো প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী নেই। (৩য় পৃষ্ঠায়)

সিপিএমের বুথ দখল প্রতিরোধের জন্য তৈরী আছি —মইনুল হক

[জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমানে ফারাক্কার বিধায়ক মইনুল হক। অপেক্ষাকৃত তরুণ এই কংগ্রেস কর্মী দেরীতে হলেও বর্তমানে নির্বাচন যুদ্ধে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন। জঙ্গিপুর সংবাদের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাতকারে মইনুল জানালেন তাঁর প্রত্যাশার কথা।]

প্রশ্ন : গত বিধানসভা নির্বাচনে যাকে হারিয়ে আপনি বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি এ নির্বাচনে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, এ কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ হাসনাত খান। আপনার এ বিষয়ে অনুভূতি কি ?

উঃ বিধানসভা আর লোকসভা এক ব্যাপার নয়। বিধানসভা স্থানীয় বিষয়ের উপরে হয় আর লোকসভার বিষয় কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার। এক্ষেত্রে সবাই জানেন—কেন্দ্রে সরকার গড়বে কংগ্রেস কিংবা বিজেপি। সে ক্ষেত্রে সিপিএমের সরকার গড়ার ক্ষমতা নেই। জ্যোতিবাবু তো বলছেন দিল্লীতে আমরা কংগ্রেসকে সমর্থন করে সরকার গড়ব। তাই লোকজন এখনই বলছেন খামোখা দালালি করার জন্য এদের না পাঠিয়ে সরাসরি কংগ্রেসকেই পাঠানো ভালো। আর টি, এম, সির আমাদের জেলায় কোনো সংগঠন নেই। ভোট ব্যাংকও নেই। আছে বিজেপির। শহরে কিছু তৃণমূল হাওয়া থাকে। গ্রামে ওদের কোনো প্রভাব নেই। গত নির্বাচনে ওরা ৯৬ হাজার যে ভোট পেয়েছিল তা (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার ঘুরে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, শুধু কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ কী বিচিত্র ॥

দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ভোটোন্মত্ততায় তান্ডব এবং বিভীষিকার পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষণীয় মাত্রায় পৌঁছিয়াছে। প্রথন পর্যায় অপেক্ষা এই সময় প্রাণবলি বেশী হইয়াছে এবং সন্ত্রাসের মাত্রা অত্যধিক ছড়াইয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরে, বিহারে ও অন্ধ্রে ভোটের হার খুব সন্তোষজনক নহে। হত্যালীলায় বিহার আর সকল রাজ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুযুধান পক্ষগুলির দাপটে সাধারণ মানুষ জেরবার হইতেছেন। ভোটারদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করা হইতেছে ;

প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদে মানুষ ভোট-কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। কোনও দলের সমর্থক ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে বিরোধীদল হামলা আরম্ভ করিতেছে ; তাহা রুখিতে গেলে গুলিবাজি-বোমাবাজি চলিতেছে। ফলতঃ প্রাণ যাইতেছে। পুলিশ-প্রশাসনও হিংসার শিকার হইতেছে। ভোট যাহা পড়িতেছে, তাহার বেশির ভাগই সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে শক্তিমান পক্ষের অনুকূল। অনেক জায়গায় পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। জম্মু-কাশ্মীরে ভোট বানচাল করিয়া দেওয়ার ব্যাপক আয়োজন। বুঝিতে অসুবিধা নাই যে, জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ সুস্থভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করুন তাহা মৌল-বাদী সংগঠনগুলির কাম্য নহে। ইহাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক। ইহারা 'ইসলামাইজেশন অব্ দ্যু ওয়ার্ল্ড্'-এর প্রবক্তা। সারা পৃথিবীব্যাপী ইহাদের ক্রিয়া-কলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরব দেশগুলি ইহাতে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করিতেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ঐশ্লামিক দলগুলি জেহাদ ঘোষণা করিয়া 'টোটাল ইসলামাইজেশন' কায়েম করিতে তৎপর হইয়াছে। তাই আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে নানা বিস্ফোরণ, হত্যা প্রভৃতি নির্বিচারে চলিতেছে। ওসামা বিন লাদেন হুমকীর পর হুমকী দিয়া সন্ত্রাসের মাত্রা বাড়াইতেছে ; আমেরিকার শিরঃপীড়া যথেষ্ট কারণস্বরূপ হইতেছে।

পাশাপাশি ভারতের সর্বত্র পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। বিস্ফোরণ, নরহত্যা প্রভৃতির মাধ্যমে এমনকি এই দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অতি গোপনীয় তথ্যাদি পাকিস্তানে পাঠাইয়া ইসলামীকরণের পথ অনুসরণ করা হইতেছে। ইহার সঙ্গে এই দেশের ভোটের রাজনীতি মিলিত হইয়া যাইতেছে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ভোটের কাঙ্গাল সাজিয়া প্রতিপক্ষীয় দল ক্ষমতায় আসিলে মুসলমান ও খ্রীস্টান সম্প্রদায় চরম বিপন্ন হইয়া পড়িবেন—এইরূপ প্রচার করিয়া উক্ত সম্প্রদায়গুলির ভোটানুকূল্যলাভের জন্য উন্মুখ হইয়া মুসলিম ও খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইয়া চরম অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিতেছে। ইহারা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে তৎপর হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। ভোটের জন্য কাঙ্গালপণা করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দেওয়া এক নহে। সকলেরই ইহা বুঝিয়া ভোটের রায় দিতে হইবে।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দেশ এই ভারত, সেখানে কী বৈপরীত্যের ব্যাপার চালতেছে, তাহা যখন বুঝিতে পারা যাইবে, তখন মনে হইবে কী বিচিত্র !

যোগাযোগ অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাগলা নদীর ঢলে জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। ফরাক্কা ব্যারেজে বিপদসীমার ২ মিটার উপর দিয়ে জল বয়ছে। জঙ্গিপুর ব্যারেজের লকগেট বন্ধ থাকায় ভাগীরথীতে জল কমলেও পদ্মায় বিপদসীমার ২ মিটার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে। ধুলিয়ান পুরসভার লক্ষ্মীনগরে বাঁধের কিছুটা ভেঙ্গে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শহরে জল ঢুকছে। গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন দপ্তর ওখানে জরুরী ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে বলে মহকুমা শাসক মনীশ রায় জানান। তিনি আরও জানান, বাঁশলই নদীর জলোচ্ছ্বাসে সুতী-২ ব্লকের মহেশাইল-১ ও ২ অঞ্চল ২৬ সেপ্টেম্বর রাত থেকে জলপ্লাবিত। অরঙ্গাবাদের নীচু এলাকাগুলোও অতিরিক্ত বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে। মহকুমা শাসক জানান—সাগরদীঘি ছাড়া মহকুমার সব এলাকাই বন্যার কবলে। মহকুমার বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনারের কাছে একাধিক জরুরী বার্তা পাঠানো হয়েছে। কোন উত্তর এখন পর্যন্ত আসেনি। আহিরণ ও জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনের মাঝে কাকজল ব্রীজের কাছে রেল লাইন বসে গিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়েছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় চালু হয়েছে। মঙ্গলজন ও অজগরপাড়ার মাঝামাঝি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বন্যার জল বয়ে যাওয়ায় রুটের বাসগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। এমনিতেই জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল হওয়ায় অধিকাংশ বেসরকারী বাস চলছে না। সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব জানান, সুতী-১ ব্লকের হারোয়া, বহুতালী, আহিরণ অঞ্চল বর্তমানে জলের নীচে। বসন্তপুর, রামডোবা, পারাইপুর, হারোয়া গ্রামের বহু পরিবার পাকা বাড়ীর ছাদে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন। গাম্ভীরা, ডাঙ্গাপাড়া ইত্যাদি গ্রামের টিনের বাড়ীর ছাউনিগুলো গত শনিবারের ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেছে। এছাড়া গাইঘাটা, রামডোবা, পাঁছগাছি এদিকে রসুনপুর, বাঙাবাড়ী, উমরাপুর অঞ্চল ডুবে গেছে। ফিডার ক্যানেলের জলে দু' ধারের গ্রাম বসন্তপুর, সিধোরী, মীরেরগ্রাম, লোকাইপুর, সরলা, পারাইপুর, শোভা-পুরের বহু মাটির বাড়ী পড়ে গিয়েছে। গৃহহীনরা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। মহঃ সোহরাব অভিযোগ করেন—বন্যাপ্লাবিত গ্রামগুলো তিনি নৌকা ও পায়ে হেঁটে ঘুরে মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে সরকারী ত্রাণ বলতে এখনও কিছু যায়নি। আহিরণ অঞ্চলে যেখানে ২০০০ ত্রিপল এখনই প্রয়োজন সেখানে মাত্র ৫০০ ত্রিপল পৌঁছানোয় ঘোষেদের মধ্যে গন্ডগোলে ত্রিপল লুঠ হয়ে যায়। একই অবস্থা হয়েছে কানুপুর অঞ্চলেও। এদিকে মহকুমার অধিকাংশ বুথ জলের তলায় কিংবা ত্রাণ শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় নির্বাচন নিয়েও প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এস ইউ সি আই এর পক্ষ থেকে নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী জানানো হয়েছে। জঙ্গিপুর পুরসভার নীচু এলাকাগুলোও সব ডুবে গেছে। বন্যার্ত মানুষেরা পার্শ্ববর্তী স্কুলগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন। গুজিরপুর বাঁধের উপর দিয়ে নেমে আসা জলের তোড়ে খড়খড়ি নদীর দু' পাশ ভেসে গিয়ে কলোনী এলাকা, বসুন্ধরা রাইস মিল চত্বর, হাসপাতালের আশপাশ ডুবে গেছে। পুরসভা থেকে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকেও শুকনো খাবার ও ত্রিপল বিলি করা হচ্ছে।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

তৈরী আছি—মইনুল হক (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিজেপির ভোট। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে এই লোকসভাতে বিজেপির একটা ভালো ভোট আছে। ৯১ তে সেটা লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গতবারে তা কমেছে। এবারেও কমবে। এলাকা ঘুরে আমার মনে হয়েছে সেটা ৪০ থেকে ৫০ হাজার হলে ভাববেন খুব বেশী।

প্রঃ প্রতিদিন তৃণমূলে কংগ্রেসের বড় বড় রাজ্য নেতৃত্ব যোগ দিচ্ছেন। এর কোনো প্রভাব কি পড়বে?

উঃ যারা যাচ্ছেন তারা সব সিপিএমের দালাল। কর্মীরা খুব খুশি। পার্টির সুদিনে ওরা সব ফায়দা নিয়েছে। বিশেষ করে সুব্রত মুখার্জী। সবাই জানে ও তো সিপিএমের এজেন্ট।

প্রঃ এবার লড়াই কি ত্রিমুখী?

উঃ আমার এলাকায় লড়াই সরাসরি। সিপিএমের ৭২ হাজারের গল্প এবার চলবে না। তৃণমূলের ভোটটা পাবার চেষ্টা হচ্ছে। জঙ্গিপুরে অনেক তৃণমূলের নেতারা ভিতরে ভিতরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। খড়গ্রামে, সাগরদীঘিতে অনেকেই ফিরে আসছেন। সিপিএম বিরোধী ভোট আমি একচেটিয়া পাবো। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বাম বিরোধী ভোট এক থাকলে ওরা রাজ্যের একটাও সিট পেতো না। এরা ২২ বছর ক্ষমতায়। গ্রামে রাস্তা হয়নি, বিদ্যুৎ যায়নি, চিকিৎসা নাই, শিক্ষা নাই—মানুষ তিতিবিরক্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এই বিরোধী ভোটটাকে ভাগ হতে দিচ্ছি।

প্রঃ গত নির্বাচনে সিপিএম নবগ্রামে ২২ হাজারের হার কাটিয়ে সাড়ে ১২ হাজার বেশী ভোট পেয়েছিল। এর কারণ কি ছিল?

উঃ গতবারের টিএমসি একটা বাড়তি প্রচার পেয়ে গেল। অনেক সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ডালু চৌধুরী যিনি গতবার প্রার্থী ছিলেন তাঁকে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা মেনে নিতে পারেনি। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে সিপিএম প্রচার করেছিল ও জার্মানীতে থাকে।

প্রঃ এলাকার বিধায়কদের কেমন সাহায্য পাচ্ছেন?

উঃ বিগত দিনের তুলনায় এবারে সব কংগ্রেস কর্মীরা এক হয়ে কাজ করছেন। বিধায়করা তো আছেনই। সাধারণ কর্মীরাও আছেন। যে সাগরদীঘিতে দশ দিন আগে কোনো প্রচার ছিল না অতীশ সিনহা, অধীর চৌধুরী, মহঃ সোহরাব আর আমি গিয়ে মিটিং করেছি। ওখানে আমরা সিপিএমকে ভালো ধাক্কা দেব।

প্রঃ মহকুমার কোন্ কোন্ সমস্যাকে আপনি তুলে ধরছেন?

উঃ বিগত দিনের সাংসদরা চাষীদের জন্য কিছু ভাবেনি। ফিডার ক্যানেলের জল ব্যবহার করতে আমরা পারিনি। সুতী-১ ব্লকের বিশাল এলাকার জমি দীর্ঘদিন ধরে জলমগ্ন। ওটা পুনরুদ্ধার করতে হবে। ডবল রেল লাইন করতে হবে। এ্যাফ্লেক্স বাঁধ দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকার নেই। ওটা মানুষের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। ভাঙ্গন নিয়ে সিপিএম কিছু করছে না। বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরী দেবার ব্যবস্থাই হলো না। বর্তমানে ন্যূনতম মজুরী ৬২ টাকা কিন্তু বিড়ি শ্রমিকরা পাচ্ছে মাত্র তিরিশ টাকা।

প্রঃ এবার বুথ দখল ঠেকাতে কিছু ভেবেছেন?

উঃ আমি প্রার্থী হিসাবে বলেছি সাগরদীঘিতে ১২টা এবং জঙ্গিপুরে ১৪টা বুথে ভোট হয় না। এছাড়াও সুতীতে এরকম আরও ২৫টা বুথে ভোট হয় না। আমরা ব্যবস্থা নিতে বলছি। ওখানে ভোট হলে আমরা জিতব। আমরা এসব অবজারভারদের বলেছি। সেকেন্দ্রায় ৮৮ থেকে ৯৬ পর্যন্ত ভোট হয়নি। পুলিশ দিয়ে সিপিএম গ্রামবাসীদের বলিয়ে দিয়েছে ভোট না দিলে ভোটের পর দেখে নেব। লোকে তাই মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও ভোট দিতে পারেনি। তবে এবারে আমরা তৈরী। আর যদি শান্তিপূর্ণ সুস্থ ভোট হয় তবে আমি আশাবাদী যে এই কেন্দ্রে জিতব।

কাজ করেছি জিতব (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের পর ফলাফল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জোটের চেহারা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তবে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাখতে হবে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার নয়, তৃতীয় ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে হবে—এটাই এখনও আমাদের নীতি।

প্রঃ তৃণমূল প্রচারেই বলছে বিজেপি' জোটের মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে। বাংলার মানুষ যদি মনে করে তৃণমূল ও বিজেপিকে ভোট দিয়ে দু'জন বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলে উপকার হবে—সে ক্ষেত্রে আপনাদের বক্তব্য কি?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ নয়, আমরা সারা দেশের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত। তাই মন্ত্রীসভায় কে যোগ দিল বা না দিল সে ব্যাপারে আমরা চিন্তিত নই। রাজ্যে আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল—বিজেপি। কিন্তু এই জেলায় আমাদের তিনটি কেন্দ্রেই প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেস তাদের সঙ্গেই আমাদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

প্রঃ গত নির্বাচনে আপনি বলেছিলেন জিতলে একবছরের মধ্যে ধুলিয়ানের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতাল চালু করবেন। সে কাজ কতদূর এগিয়েছে?

উঃ আমার বলতে ভালো লাগছে যে হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শেষ। স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে ২১ জন লোক নেবার কাজও শেষ। কেন্দ্র থেকে দুই কোটি চার লক্ষ টাকা আদায় করে ভবনের কাজ শেষ করিয়েছি। গত জুন মাসে হাসপাতাল উদ্বোধন হবার কথা ছিল। লোকসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য তা করা যায়নি। তবে ডাক্তারদের নিয়োগ হয়ে গেছে। অন্য কর্মীদেরও নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। ডিসেম্বরের মধ্যে হাসপাতালের উদ্বোধন হবে। এই বিষয়ে আরও বলি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বিড়ি শ্রমিক এই মহকুমায় আছে। এদের কল্যাণের জন্য প্রতি হাজার বিড়িতে ৫০ পয়সা করে সেস আদায় হতো। আমি লোকসভায় প্রথম বক্তৃতাতে এই সেস বাড়াবার দাবি করি ও তা এখন বেড়ে এক টাকা হয়েছে। কেবল তাই নয়, এই কল্যাণ তহবিল থেকে পরিচালিত পোষাক, বৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত প্রকল্পের বরাদ্দও দ্বিগুণ হয়েছে।

প্রঃ ভাঙ্গন প্রতিরোধ আপনার অন্যতম লক্ষ্য বলে আপনি জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কতদূর কাজ এগিয়েছে?

উঃ আমি সংসদের কৃষি বিষয়ক ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। কমিটিতে বিভিন্ন দলের আরও ৪৫ জন লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন। এই কমিটিতে আমি গঙ্গা ভাঙ্গন বিষয়ে একটি প্রস্তাব দিই ও তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবটি এই—ফারাক্কা ব্যারেজের ডাউন ষ্ট্রিমে জলঙ্গী পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাঙ্গনে আক্রান্ত ও এরফলে আমাদের আন্তর্জাতিক বর্ডারও বিপন্ন হচ্ছে, তার প্রতিরোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। এই প্রস্তাব লোকসভায় পেশ হয়েছে। তবে দেবগৌড়া সরকারের মতো এ সরকারের আমলে কোনো টাকা অনুদান হিসাবে আসেনি। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভাঙ্গন প্রতিরোধে যে ৩০ কোটি টাকা এসেছে তাও ধার হিসাবে।

প্রঃ এবারে স্থানীয় কোন্ কোন্ বিষয় আপনার প্রচারে বলছেন?

উঃ আম, লিচু আমাদের এ অঞ্চলের অর্থকরী উৎপাদিত পণ্য। এই বিষয়ে কোনো গবেষণাগার নেই যা আখ, ধান, গম বা তুলোর ক্ষেত্রে আছে। আমার প্রস্তাব অনুসারে সরকার আমের জন্য গবেষণাকেন্দ্র মালদার কাছে খুলছেন। ইতিমধ্যে ২৫ কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে। এছাড়া ফিডার ক্যানেলের উপর (শেষ পৃষ্ঠার)

কাজ করেছি জিতবো (৩য় পৃষ্ঠার পর)

আটটা ব্রিজ করতে হবে। আমার সঙ্গে সচিব পর্যায়ে কথা হয়েছে আমুহাঘাটের দুর্ঘটনা স্থলে প্রথম ব্রিজ হবে। রেলের বিষয়ে বলি যে কাটোয়া থেকে ফারাক্কা লাইন দীর্ঘদিন থেকে অবহেলিত। আমি বলেছি দিনের বেলায় একটা ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও ফারাক্কায় কমপিউটারচালিত টিকিট কাউন্টারের অনুমোদন হয়ে গেছে। আর সাংসদদের স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ব্যাপারে বলি, প্রাক্তন সাংসদ তাঁর আমলের এক কোটি ৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার কোনো প্রস্তাব দেননি। সুতী-২ ও অরঙ্গাবাদ এলাকার জন্য ৫৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার কোনো কাজ হয়নি। এ খবর জেলাশাসক আমাকে জানান। আমি তার জন্য দু' কোটি টাকার কাজ এক বছরের মধ্যে করিয়েছি। নগর কলেজে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। প্রতি ব্লকে ২৬ থেকে ২৭ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। জোর দিয়েছি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিদ্যুতের ওপর। খড়গ্রাম কেন্দ্রের পারুলিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ লক্ষ, ফ্রেজারনগরের মতো প্রত্যন্ত গ্রামে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার বিদ্যুতে, রাস্তা তৈরীতে স্কুলের জন্য অনুদান—সব ধরনের বিষয়ে টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গোটা এলাকায় গত বছরে আটটি নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হয়েছে এবং নগর ও শেরপুর পর্যন্ত অঞ্চলেও এসটিডি ব্যবস্থা চালু করা গেছে।

প্রঃ গত বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কায় যিনি আপনাকে পরাজিত করেন এবারের লোকসভাতে তিনিই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী—বিশেষ কোন অনুভূতি ?

উঃ গত '৯৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর আমরা ফারাক্কায় লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেশী ভোট পেয়েছি। এবারে আমরা আশা করছি ওখান থেকে সাত থেকে আট হাজার বেশী ভোট পাবো।

প্রঃ নবগ্রাম সম্পর্কে আপনাদের কি আলাদা কিছু চিন্তাভাবনা রয়েছে ?

উঃ নবগ্রামে অধীর চৌধুরী ২২০০০ ভোটে জেতে। কিন্তু দ্রুত মানুষের মোহভঙ্গ হয়। গত লোকসভাতে আমরা ১২৫০০ ভোটে ওখান থেকে জিতি। তাছাড়া সে এবার ওখানে পঞ্চায়েতেও নেই। তাই অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। আমরা সব জায়গাতে সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। এবার এসইউসির প্রার্থী থাকলেও তাদের প্রভাব অনেক কম। কংগ্রেসের দাবী ওদের পাঁচটা এম, এল, এ এখানে আছে। কিন্তু গত লোকসভাতে সাতটা বিধানসভার ছয়টাতেই আমরা এগিয়ে। আমরা এবার তাই এক লাখেরও বেশী ব্যবধানে জিতব বলে দাবী করছি।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%
(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।